সমকাল

তারিখ 07 SEP 2016
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩

উত্তরা হাইস্কুলের দুর্নীতির তদন্ত শুরু

■ সমকাল প্রতিবেদক

গুরুতর আর্থিক অনিয়ম, দুর্নীতি ও দলাদলির কারণে রাজধানীর অন্যতম সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উত্তরা হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। শিক্ষার মান আশঙ্কাজনকভাবে নিম্নমুখী হওয়ায় কয়েক হাজার অভিভাবক তাদের সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। প্রায় এক বছর স্কুলে জাতীয় সঙ্গীত বাজানো হয়নি। স্কুলের দু'জন ছাত্রছাত্রী জঙ্গি কার্যক্রমে জড়িত হওয়ায় একজন 'ক্রসফায়ারে' মারা গেছে। এক ছাত্রী এখনও পুলিশের হেফাজতে।

গত রোববার প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনা কমিটির ৮ জন সদস্য কমিটির সভাপতি আনোয়ারুল ইসলামের প্রতি অনাস্থা জানিয়ে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানের কাছে পত্র দিয়েছেন।

এহেন পরিস্থিতিতে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর মাহবুবুর রহমান উপপরীক্ষা নিয়ন্ত্রক আল মাসুদ করিমকে আহ্বায়ক করে দু'সদস্যের কমিটি গঠন করেন। কমিটির অপর সদস্য সহকারী হিসাব কর্মকর্তা আবদুর রহমান শিকদার। তারা গতকাল সোমবার সারাদিন উত্তরা স্কুলে গিয়ে সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলেছেন। অভিভাবকরা তদন্ত কমিটিকে জানান, অসৎ উদ্দেশ্যে ব্যবস্থাপনা কমিটির বৈঠক ছাড়া, খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ না করে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ ও একতরফা নির্বাচনসূচি ঘোষণা করা হয়েছে। ব্যবস্থাপনা কমিটি ছাত্রছাত্রীদের

■ পৃষ্ঠা ৪ : কলাম ৬

উত্তরা হাইস্কুলের দুর্নীতির

[দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর]

বেতন বাড়ালে অভিভাবকদের প্রচণ্ড বিক্ষোভের মুখে তা প্রত্যাহার করা হয়। শিক্ষাবর্ষের শুরুতে নেওয়া অতিরিক্ত ফি উচ্চ আদালতের নির্দেশ সত্ত্বেও অনেক অভিভাবককে ফেরত দেওয়া হয়নি। তারা তদন্ত কমিটিকে আরও জানান, স্কুল কর্তৃপক্ষ শিক্ষাবর্ষের শুরুতে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত ফি নেয়। উচ্চ আদালতের নির্দেশ সত্ত্বেও অনেক ছাত্রছাত্রীর অতিরিক্ত ফি ফেরত দেওয়া হয়নি।

একাধিক অভিভাবক তদন্ত কমিটিকে জানান, সম্প্রতি বিদ্যালয় তহবিল থেকে কে বা কারা ৩০ লাখ টাকা তুলে নিয়ে যায়। এ নিয়ে পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি ও ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ সবার কাছে দাবি করেন, তাদের স্বাক্ষর জাল করে জালিয়াতির মাধ্যমে এ টাকা তুলে নেওয়া হয়েছে। মুখে জালিয়াতির কথা বললেও সভাপতি বা অধ্যক্ষ রহস্যজনক কারণে এ বিষয়ে কোনো মামলা করেননি। এমনকি থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) পর্যন্ত করেননি তারা।

সাধারণ অভিভাবকরা জানান, বর্তমান সভাপতি আনোয়ারুল ইসলাম উত্তরা থানা ১ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের বহিষ্কৃত সভাপতি। তিনি বিগত সিটি করপোরেশন নির্বাচনে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের ১ নম্বর ওয়ার্ডে আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে দাঁড়িয়ে জামানত হারান ও নিজ দল থেকে বহিষ্কৃত হন।